ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

সুলতানুল উলামা, বায়িউল উমারা

ইমাম ইজ্জুদ্দিন

ইবনু আবদিস সালাম রাহ.

জীবন ও কীর্তি

সুলতানুল উলামা, বায়িউল উমারা

ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালাম রাহ.

জীবন ও কীর্তি

মূল : ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদ : ইফতেখার জামিল

সম্পাদক : আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ২০০, US $ 6. UK £ 4

প্রচ্ছদ : কাজী সাফওয়ান

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, ঢাকা

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978 984 90473 4 6

Imam Izzuddin Rah.
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রবেশিকা : অনুবাদকের নোট

আলিমদের ঐতিহাসিক ভূমিকা

উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত চিন্তাবিদ দাবি করেন, খিলাফতে রাশিদার পরপর মুসলিম ইতিহাসে নেমে আসে জাহিলিয়াতের আঁধার। তাঁর মতে, এই জাহিলিয়াতে আলিমরাও জালিম শাসকগোষ্ঠীর সাহায্যকারী হিসেবে দাঁড়িয়ে যান। সন্দেহ নেই আলিমদের অনেকে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন, উল্লেখযোগ্য ইলমি ও রাজনৈতিক ভূমিকা রাখতে পারেননি। তবে যারা মোকাবিলার চেষ্টা করেছেন, রাজনৈতিক ও ইলমি সংস্কারের ডাক দিয়েছেন, তাদের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়।

আবুল হাসান আলি নদবি ইসলামি ইতিহাসের এই সোনালি অধ্যায় সংকলনের অংশ হিসেবে রচনা করেন এক বিখ্যাত গ্রন্থ : *সংগ্রামী সাধকদের জীবনী*। এতে তিনি তুলে ধরতে চেষ্টা করেন আলিমদের সংস্কারমূলক চেষ্টা, রাজনৈতিক ও ইলমি ভূমিকা। আলি নদবি দেখান, আলিমদের এই সংগ্রামী ও সংস্কারমূলক ভূমিকা ইসলামি ইতিহাসের মৌল প্রকৃতির অংশ। আলি নদবির ব্যাখ্যায় বিশ্বাস রাখলে বলতে হবে, হিজরি সপ্তম শতাব্দীতে এই আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালাম।

হিজরি সপ্তম শতক। উম্মতের এক ক্রান্তিকাল—রাজনৈতিক বিভক্তি, নানামুখী ষড়যন্ত্র; মোঙ্গল, ক্রুসেডার, বাতিনিপন্থি ধারাসহ নানামুখী বিপদ ঘিরে রেখেছিল মুসলমানদের। এমন ঐতিহাসিক মুহূর্তে মুসলমানদের নেতৃত্ব দান করেন ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালাম। রাজনৈতিক ভূমিকার পাশাপাশি পেশ করেন সংস্কারের পরিপূর্ণ পয়গাম ও প্রস্তাব। বিশেষভাবে সংকলন করেন মাকাসিদে শরিয়াহ। ইতিহাসবিদ আলি সাল্লাবির দক্ষ হাতে উঠে এসেছে ইমামের জীবন, চিন্তা ও অবদান।

তিনজনের মধ্যে প্রতিতুলনা

ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালাম ছিলেন ফিকাহ, ফাতওয়া, তাসাওউফ ও কালামের উত্তম সমন্বয়ক। মুসলিম ইতিহাসের মূলধারার আলিমদের সিলসিলার অংশ। আজকাল অনেকে সংগ্রামী ও সংস্কারমূলক আন্দোলনে মাজহাব, তাসাওউফ ও ইলমে কালামের বিরোধিতা করেন। তাদের মতে, এই ত্রিচক্রই উম্মতের পশ্চাদপদতার জন্য মৌলিকভাবে দায়ী। যারা এই ত্রিচক্রের সঙ্গে জড়িত, তাদের পক্ষে সংগ্রামী ও সংস্কারমূলক ভূমিকা রাখা সম্ভব নয়। তারা প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন ইমাম ইবনু তাইমিয়ার দৃষ্টান্ত। তবে ইবনু তাইমিয়া এসব অভিযোগ থেকে অনেকাংশে মুক্ত। আরও স্পষ্টতার জন্য আমরা ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালামের জীবন ও অবদান পাঠ করতে পারি, এতে সংস্কার ও সংগ্রামের বিকল্প প্রস্তাবনা স্পষ্টভাবে উপস্থিত। ইমাম ইজ্জুদ্দিনের ইনতিকালের পরপরই জন্মগ্রহণ করেন ইমাম ইবনু তাইমিয়া।

পাশাপাশি এখানে আমরা ইমাম আবু হামিদ গাজালির নুক্তাও টানতে পারি। ইমাম গাজালি ও ইজ্জুদ্দিন ছিলেন একইধারার অনুসারী—শাফিয়ি, আশায়িরি ও সুফি। তবে তাঁদের মধ্যে পার্থক্যও ছিল অনেক—চিন্তা ও কর্মধারায়। ইমাম গাজালির মৃত্যু ৫০৫ হিজরিতে, ইজ্জুদ্দিনের জন্ম ৫৭৭ বা ৫৭৮ হিজরিতে। ইমাম ইজ্জুদ্দিনের রাজনৈতিক সক্রিয়তা ছিল অনেক বেশি, পাশাপাশি কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিও তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ। প্রস্তাবনার দিক থেকে দুজনের মৌলিক মিলের জায়গা মাকাসিদে শরিয়াহ। ইমাম গাজালির ধারাক্রমে ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালাম মাকাসিদে শরিয়াহর বিস্তারিত সংকলন করেন। 'হার গুলে রা রঙ্গে বুয়ে দিগারাস্ত', প্রত্যেক ফুলেরই আছে স্বতন্ত্র ঘ্রাণ।

মাকাসিদে শরিয়াহ

বর্তমানে মাকাসিদে শরিয়াহর অনেক অপব্যবহার ও অপপ্রচার আছে। অনেকে মাকাসিদে শরিয়াহর কথা বলে ধর্মীয় বিধান এড়িয়ে যেতে চান, করেন প্রবৃত্তির পূজা। আবার অনেকে ধর্মীয় বিধানকে বানিয়ে দেন স্থান-কাল-প্রেক্ষাপট-নিরপেক্ষ। স্থান-কাল-প্রেক্ষাপট না বুঝে শুধু ধর্মীয় বিবরণ দিয়ে বিধান বয়ান করার চেষ্টা চালান। বর্ণনা আর বিধান যে এক নয়, সেটা তারা বুঝতে চান না। অপব্যবহারের অভিযোগে বাদ দিতে চান ইসলামি ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আদতে যদি শুধু বর্ণনা দিয়েই ধর্মীয় বিধান বয়ান করা সম্ভব হতো, স্থান-কাল-প্রেক্ষাপট বোঝার প্রয়োজন না থাকত, তবে ফিকহের কোনো আবশ্যকীয়তা

ছিল না। সরাসরি আয়াত ও হাদিসের মাধ্যমেই ধর্মীয় বিধান গ্রহণ সম্ভব হতো। ফিকহের এই বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকালেই আমরা মাকাসিদের গুরুত্ব বুঝতে পারি—প্রেক্ষাপট ও গুরুত্বের বিচারে ধর্মীয় বিধান প্রয়োগ। মাকাসিদের প্রসঙ্গ এলে অবশ্যই ইমাম শাতিবির নাম আসবে। পাশাপাশি আরেকজনের নামও আসবে—তিনি ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালাম।

এই গ্রন্থে ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালামের কাজের ব্যাখ্যায় মাকাসিদে শরিয়াহর আলোচনা এসেছে বিস্তারিত। সব আলোচনাকে পূর্ণ বা ব্যাখ্যাহীনভাবে সঠিক মনে করার সুযোগ নেই। কিছু প্রশ্ন থেকে যাবে। তবে প্রশ্নগুলো তাত্ত্বিক ও জটিল বলে টীকা যুক্ত করার প্রয়োজন মনে করিনি। আগ্রহী পাঠকরা প্রয়াত সিরিয়ান আলিম রামাজান বুতির বিখ্যাত গ্রন্থ *জাওয়াবিতুল মাসলাহাহ ফিশ শারিয়াতিল ইসলামিয়া* দেখে নিতে পারেন। তাতে অনেকাংশে প্রশ্নের সমাধান হবে বলে আশা রাখি।

সূচি

ভূমিকা ১১

প্রথম অধ্যায়

ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালাম রাহ. ১৫

এক : নাম ও বংশ ১৫

দুই : বেড়ে ওঠা ১৫

তিন : জ্ঞানার্জনে অবিচলতা ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

শায়খ ইজ্জুদ্দিনের প্রসিদ্ধ উসতাজবৃন্দ ১৯

এক : ফখরুদ্দিন ইবনু আসাকির রাহ. ১৯

দুই : জামালুদ্দিন হারাস্তানি ২০

তিন : সাইফুদ্দিন আমিদি ২১

চার : কাসিম ইবনু আসাকির ২২

পাঁচ : আবদুল লতিফ ইবনু শায়খিশ শুয়ুখ ২৩

ছয় : আল-খুশুই ২৩

সাত : হাম্বল রুসাফি ২৪

আট : উমর ইবনু তাবারজাদ ২৪

নয় : শিহাবুদ্দিন সাহরাওয়ার্দি ২৫

তৃতীয় অধ্যায়

ইমাম ইজ্জুদ্দিনের প্রসিদ্ধ কয়েকজন ছাত্র ২৬

এক : শায়খুল ইসলাম ইবনু দাকিকিল ইদ ২৬

দুই : ইমাম কারাফি ২৮

তিন : জালালুদ্দিন দাশনাবি ৩৬

চার : আহমাদ ইবনু ফারাহ আল ইশবিলি ৩৭

পাঁচ : শারাফুদ্দিন আবু মুহাম্মাদ দিমইয়াতি ৩৭

ছয় : শিহাবুদ্দিন আবু শামা ৩৮

সাত : তাজুদ্দিন আল ফিরকাহ ৩৮

আট : সদরুদ্দিন ইবনু বিনতিল আ'আজ ৩৯
নয় : আবু আহমাদ ইবনু জায়তুন ৩৯

চতুর্থ অধ্যায়

শায়খ ইজ্জুদ্দিনের রচনাবলি ৪০
এক : তাফসির ও উলুমে তাফসির ৪০
দুই : হাদিস, সিরাত ও ইতিহাস ৪২
তিন : ইমান-আকিদা ও তাওহিদ ৪৩
চার : ফিকহ ও উসুলে ফিকহ ৪৪
পাঁচ : ফাতওয়া ৫৩
ছয় : তাসাওউফ ৫৩

পঞ্চম অধ্যায়

শায়খ ইজ্জুদ্দিনের রচনার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ৬৩
এক : বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ে রচনা ৬৩
দুই : বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ৬৩
তিন : আলোচনার পুনরাবৃত্তি ৬৩
চার : শরিয়তের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে গুরুত্বপ্রদান ৬৪
পাঁচ : তাঁর গ্রন্থসমূহ সর্বশ্রেণির জন্যই সুপাঠ্য ও বোধগম্য ৬৫
ছয় : বক্তব্যে ভাষাশৈলী ব্যবহার ৬৫
সাত : কুরআন-সুন্নাহ নির্ভরতা ৬৫
আট : ইলমি রচনাপ্রক্রিয়া ৬৬
নয় : রচনায় স্বতন্ত্রধারা তৈরি ৬৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজনৈতিক ফিকহ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ৬৭
এক : শাসকগোষ্ঠী ৬৭
দুই : শায়খ ইজ্জুদ্দিন থেকে গৃহীত কিছু আন্তর্জাতিক আইন ৭০
তিন : ইজ্জুদ্দিনের দৃষ্টিতে মুসলিম-অমুসলিমদের মধ্যে সম্পর্ক ৭২
চার : কাফিরদের মুসলিম ভূমিদখল ৭৪
পাঁচ : শায়খ ইজ্জুদ্দিনের দৃষ্টিতে মানবাধিকার ৭৫

সপ্তম অধ্যায়

শিক্ষকতা, ফাতওয়া, বিচারকার্য ও খতিবের দায়িত্ব ৭৯

এক : শিক্ষকতা ৭৯
দুই : ফাতওয়াবিভাগের দায়িত্ব ৮১
তিন : বিচারকের দায়িত্ব ৮৪
চার : খতিব ৮৬

অষ্টম অধ্যায়

ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালামের গুণাবলি ৮৭
এক : সাহসিকতা ৮৭
দুই : তাঁর দুঃসাহসের আরও কিছু দৃষ্টান্ত ৮৭
তিন : দুনিয়াবিমুখতা ৯৭
চার : দান-সাদাকায় আগ্রহ ৯৯
পাঁচ : তাকওয়া ও পরহেজগারিতা ৯৯
ছয় : বিনয় ও অকৃত্রিমতা ১০০
সাত : বাগ্মিতা ১০০

নবম অধ্যায়

ইমাম ইজ্জুদ্দিনের সংস্কার-আন্দোলন ১০৩
এক : সংস্কার-আন্দোলনের কিছু দিক ১০৩
দুই : ফিকহি সূত্রাবলি ১০৪
তিন : উসুলে ফিকহের সূত্র ১০৬
চার : উসুল ও মূলনীতির প্রায়োগিক রূপান্তর ১০৮
পাঁচ : সংস্কার-আন্দোলনের শিক্ষা ১১০
ছয় : মাকাসিদের সঙ্গে ইজতিহাদ সম্পৃক্ত হলে যা অর্জিত হয় ১১২

দশম অধ্যায়

শিক্ষা, শিষ্টাচার ও তাসাওউফ-চিন্তা ১১৮
এক : শিক্ষাবিষয়ক মূলনীতির কিছু দৃষ্টান্ত ১১৮
দুই : ইমাম ইজ্জুদ্দিনের দৃষ্টিতে তাসাওউফ ১২৪
তিন : ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালামের জিহাদ ১৩০
চার : ইনতিকাল ১৩৪
পাঁচ : শায়খ ইজ্জুদ্দিন সম্পর্কে আলিমদের মন্তব্য ১৩৬

একাদশতম অধ্যায়

ইজ্জুদ্দিনের স্তুতিতে রচিত কবিতা ১৪২

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর সমীপে—সাহায্য, হিদায়াত ও ক্ষমা চাই তাঁর কাছেই। আশ্রয় কামনা করছি অকল্যাণ ও মন্দকাজ থেকে। তিনি যাকে হিদায়াত দেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর যাকে তিনি করেন পথভ্রষ্ট, কেউ তাকে দিতে পারে না হিদায়াত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

> হে ইমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহকে ভয় করো; মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]
>
> হে মানবসম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে। সেই ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর সঙ্গিনী। তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নারী-পুরুষ। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের থেকে অঙ্গীকার নিয়ে থাকো। আর ভয় করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়দের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের দেখছেন। [সুরা নিসা : ১]
>
> হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের কাজগুলো শুদ্ধ করবেন, ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের পাপগুলো। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব : ৭০, ৭১]

হে আল্লাহ, আপনার সমীপেই সকল প্রশংসা, আপনার সন্তুষ্টিই সবকিছুতে মূল বিবেচ্য। এই গ্রন্থ অর্থাৎ, *ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালাম, সুলতানুল উলামা ও বায়িউল উমারা আমার ক্রুসেডযুদ্ধ-সংক্রান্ত বিশ্বকোষের অংশ। নির্দিষ্ট করে বললে; চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডের অংশ। ব্যাপক পরিসরে* প্রচারের স্বার্থে *এটি স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশের* সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শায়খ ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস

সালামকে আমি ফুকাহাউন নুহুদ বা উম্মতের জাগরণে নেতৃত্বদানকারী ফুকাহা-সিরিজে অন্তর্ভুক্ত করেছি। কারণ, তাঁর মধ্যে সে-সকল মহান ফকিহদের গুণাবলি পাওয়া যায়। তিনি ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উম্মাহর নেতৃত্ব দান করেন। বলা যায়, তিনি ছিলেন মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে মামলুকদের জয়ের অন্যতম প্রধান অনুঘটক—এই গ্রন্থে সেই আলোচনাও আসবে।

ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালামের এমন বিশেষ কিছু গুণ ছিল, যেগুলোর মাধ্যমে তিনি উম্মাহর জাগরণে নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হন। যেমন :

—তিনি ছিলেন দক্ষ আলিম, সুক্ষ্মদর্শী ও যথাযথভাবে কার্যসম্পাদনকারী। আল্লাহ তাঁকে প্রজ্ঞা দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, 'যাকে দেওয়া হয় প্রজ্ঞা, সে তো প্রভূত কল্যাণকর বস্তু লাভ করে।' [সুরা বাকারা : ২৬৯]

—আল্লাহ তাঁকে ফিকহ, ইলম দান করেছিলেন। পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ে বানিয়েছিলেন মানুষের আস্থাভাজন।

—আল্লাহ তাঁকে সেই বিশেষ মর্যাদাবান ইমামদের শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যারা ছিলেন ইজতিহাদ, অসাধারণ ধৈর্য ও প্রবল বিশ্বাসের অধিকারী। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'আর আমি তাদের মধ্য থেকে ইমাম-নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী পথপ্রদর্শন করত। যখন তারা ধৈর্যধারণ করত, তখন তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলিতে দৃঢ় বিশ্বাসী।' [সুরা সিজদা : ২৪]

—তিনি ছিলেন ওই সকল আলিমের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা ধর্মীয় শিক্ষার্জন করে মানুষকে দাওয়াত ও সতর্ক করার কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, 'মুমিনদের সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া ঠিক নয়। তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি অংশ আলাদা হয়ে যাবে, যারা গভীরভাবে দীন-সংক্রান্ত জ্ঞানের অনুশীলন করবে। মূল সম্প্রদায় ফিরে আসার পর তাদের করবে সতর্ক, যাতে তারা (অসদাচরণ) থেকে বিরত থাকে।' [সুরা তাওবা : ১২২]

—সমকালের আলিমগণ তাঁর ফিকহ ও ইলমি দক্ষতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর ফাতওয়া ও শিক্ষাদান গ্রহণ করেছেন।

—তিনি সমকালের বিজ্ঞ আলিমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁদের আলোচনা-মজলিসে অংশগ্রহণ করেছেন। শরিয়তের যাবতীয় বিধান সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। তিনি খণ্ডাংশে সীমিত না থেকে শরিয়তের যাবতীয় জ্ঞান অধ্যয়ন করে মাসায়িলের গভীরে পৌঁছার চেষ্টা করেছেন। এভাবে কুরআন-সুন্নাহ ও মাকাসিদে

শরিয়াহে তাঁর বিশেষ দক্ষতা তৈরি হয়। এক রাতের পড়াশোনায় তিনি ইলম অর্জন করেননি; বরং রাতের পর রাত নির্ঘুম থেকে, দিনের পর দিন কষ্ট সহ্য করে ইলম অর্জনে সার্বক্ষণিক লেগে থাকতেন। ইলম অর্জন করেছেন শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।

—তিনি পেয়েছিলেন মালিক সালিহ নাজমুদ্দিন আইয়ুবের আমল; আইয়ুবি শাসনামলের শেষাংশ ও মামলুকি শাসনামলের প্রতিষ্ঠাকাল। সামসময়িক রাজনীতি, জনকল্যাণ-অকল্যাণ ও বিদেশি দখলদারদের মোকাবিলা প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা করেছেন।

এই গ্রন্থে আমি তাঁর জীবন, বেড়ে ওঠা, উসতাজ, ছাত্র, রচনাবলি ও রচনার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছি। পাশাপাশি শিক্ষা, ফাতওয়াপ্রদান, বিচারকার্য, খোদাভীরুতা, তাকওয়া ও বাগ্মিতার কথাও উল্লেখ করেছি। একইভাবে তাঁর সংস্কার-চেষ্টার কথা তুলে ধরেছি। যেমন : উসুলে ফিকহের সূত্রায়ণ, শিক্ষা-শিষ্টাচার, তাসাওউফের ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিকত্ব ও জিহাদের আলোচনা করেছি। শেষাংশে আলোচনা করেছি মৃত্যু ও আলিমদের মূল্যায়ন।

—ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালাম ছিলেন মাকাসিদে শরিয়াহর বিশেষ ধারার প্রবর্তক। কল্যাণ-অকল্যাণ ও আকিদা-রাজনীতির জটিলতা সংকোচনকারী। তিনি ফিকহ, চিন্তা, জিহাদ, রাজনীতি ও নৈতিকতায় উম্মতের জাগরণে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। এভাবে একসময় উম্মাহর জাগরণে নেতৃত্বদানকারী আলিমদের তালিকায় নাম লেখান এবং ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন।

২০০৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ মে—১৪২৯ হিজরির ১৩ জুমাদাল উলা, রবিবার সকাল সোয়া ১০ টায় কাতারের রাজধানী দোহায় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে শুরু করি। সব অনুগ্রহ কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত। আমার এই কাজ শুধু তাঁর সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহর কাছে দুআ করি, তাঁর নাম ও গুণের অসিলায় তিনি যেন আমার মুনাজাত কবুল করেন। এই কাজের মাধ্যমে মানুষকে উপকৃত করেন, মানুষের অন্তরকে এ বার্তা গ্রহণের উপযুক্ত করেন। তাঁর অশেষ অনুগ্রহে এই কাজে বরকত দেন।

আমি এই ছোট গ্রন্থে যা কিছু লিখেছি, এই কাজের পূর্ণতা ও প্রকাশে যারা ভূমিকা রেখেছেন, আল্লাহ যেন তাদের উত্তম প্রতিদান দেন। মুসলমানমাত্রই যার কাছে এই গ্রন্থ পৌঁছবে, তিনি যেন দুআয় আমার কথা না ভুলেন। দুর্বল-মুখাপেক্ষী এই

বান্দার আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত ও সন্তুষ্টি অতি প্রয়োজন।

> হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, আমাকে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শক্তি দান করুন। এমন সৎকাজ যেন করতে পারি, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন; আর আপনার দয়ায় আমাকে আপনার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। [সুরা নামল : ১৯]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> আল্লাহ মানুষের সামনে যে অনুগ্রহের দ্বার উন্মোচিত করেন, তা আটকানোর ক্ষমতা কারও নেই; আর তিনি যা আটকে রাখেন, সেটা ছাড়াবারও কেউ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সুরা ফাতির : ২]

আল্লাহ আরও বলেন,

> তারা যা ব্যক্ত করে তোমার রব তা থেকে পবিত্র, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। শান্তি বর্ষিত হোক রাসুলদের প্রতি; আর সব প্রশংসা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। [সুরা সাফফাত : ১৮০-১৮২]

মহান ও পবিত্র সত্তা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, সাক্ষ্য দিচ্ছি—তিনিই একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত। তাঁরই সকাশে তাওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনা করছি এবং তাঁর করুণা প্রত্যাশা করছি।

> সম্মানিত পাঠক, আমার লিখিত গ্রন্থগুলো সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন ও অনুভূতি জানলে ভালো লাগবে—প্রকাশনীর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। পাঠকদের কাছে দুআ চাচ্ছি, যেন একান্তে আমার জন্য দুআ করেন, আল্লাহ যাতে আমাকে ইখলাস ও সত্য-ন্যায় বোঝার তাওফিক দেন এবং উম্মতের ইতিহাস ও জাগরণে অব্যাহত ভূমিকা রাখার সৌভাগ্য দান করেন।

ড. আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ সাল্লাবি

প্রথম অধ্যায়

সুলতানুল উলামা ও বায়িউল উমারা
ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালাম রাহ.

এক. নাম ও বংশ

তাঁর পুরো নাম আবদুল আজিজ ইবনু আবদিস সালাম ইবনু আবুল কাসিম ইবনু হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মুহাজ্জাব আস সুলামি। উপনাম আবু মুহাম্মাদ। তাঁকে বিভিন্ন উপাধিতে ডাকা হয়। ইজ্জুদ্দিন—সাধারণ্যে ছিলেন ইমাম আল ইজ্জ নামে প্রসিদ্ধ। সুলতানুল উলামা নামেও ছিল তাঁর বিশেষ পরিচিতি। তাঁর ছাত্র ইবনু দাকিকিল ঈদ তাঁকে এই উপাধি দিয়েছিলেন। তাঁকে শায়খুল ইসলাম উপাধিতেও অভিহিত করা হয়।[১] তাঁর জন্ম দামেশকে। তবে জন্মসাল নিয়ে রয়েছে মতপার্থক্য। অনেকের মতে তিনি ৫৭৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শাফিয়ি মাজহাবের অনুসারী।[২] শেষজীবনে মিসরে অবস্থান করেন এবং সেখানেই ইনতিকাল করেন।

দুই. বেড়ে ওঠা

ইজ্জুদ্দিন ছিলেন সাধারণ দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তাঁর পরিবারের ছিল না বিশেষ নামডাক, ক্ষমতা, পদপদবি বা জ্ঞানের সঙ্গে বিশেষ সম্পৃক্ততা। তিনি তৎকালীন যুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রধান কেন্দ্র, আলিম ও ফকিহদের সম্মিলনস্থল শামের দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন। শাম ছিল দখলদার ক্রুসেডারদের সম্মুখভাগে। ক্রুসেডাররা তখন ফিলিস্তিন ও শামের উপকূলবর্তী অঞ্চলের অনেক দুর্গ দখল করে নিয়েছিল। তৎকালের শাম ছিল বিপুল মিঠা পানি এবং কৃষি ও শিল্পে

[১] *ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালাম*, মুহাম্মাদ জুহাইলি : ৩৯।

[২] *মাকাসিদুস শরিয়াহ ইনদাল ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালাম* : ৪১।